দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
৭ জুন ২০১২

প্রবীণদের সুরক্ষায় পরিবার ও রাষ্ট্রের করণীয়

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

আজ যিনি বৃদ্ধ, বয়সের ভারে নতজানু তিনি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই বৃদ্ধ হয়েছেন। এক সময় তিনি ছিলেন পরিবারের অবলম্বন। তিনি পরম মমতায়, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের চাহিদা মিটিয়েছেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন, সন্তানের অসুখ-বিসুখে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েছেন এবং সন্তানকে ভবিষ্যতে সুখী দেখার মানসে নিজের সুখ-সুবিধাকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের সোনালী সময় ব্যয় করেছেন দেশের উন্নয়নে, সমাজের অগ্রগতিতে, পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার কাজে। পরিবার, সমাজ তথা দেশের প্রতি একজন প্রবীণের যে অবদান তা মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যে মহীরুহ রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে তার ছায়ায় আশ্রিতদের রক্ষা করে চলে। শুধু তাই নয়, বার্ধক্যে উপনীত হয়েও বৃদ্ধ বাবা-মা সংসার, সন্তান, নাতি-নাতনীদের নিয়ে উদ্বেগে কাটান, তাদের মঙ্গল কামনা করেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের ভাল রাখার আকুতি সর্বক্ষণই করে যান। কিন্তু এই প্রবীণ আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী অথবা যে কোন অনাত্মীয় লোক হোক না কেন আমরা অতীত ভুলে বর্তমান বার্ধক্যের বিচারে তাদের বিচার করি। তাদের কথা আমাদের কাছে বৃদ্ধের প্রলাপ, তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়াবাড়ি বলে আমাদের কাছে মনে হয়। অথচ আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করি না যে, এক সময় প্রকৃতির নিয়মে আমরাও এই অবস্থায় উপনীত হব।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পর্যালোচনায় জানা যায়, বাংলাদেশে ৬০ বছর বা এর বেশী বয়সের মানুষ বর্তমান এক কোটিরও ওপরে। এরা কারো বাবা-মা, কারো দাদা-দাদী, আবার কেউ বা আত্মীয়-পরিজন বিহীন। অনেক বাবা-মা আছেন যারা বার্ধক্যে একাকী থাকেন। সন্তান হয়তো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্যের কোন দেশে অথবা শহরে আয়েশী জীবন-যাপন করছেন। অনেক বাবা-মা আছেন যাদের সন্তানেরা মাসোহারা পাঠিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন। আবার অনেক সন্তান আছে যারা পিতা-মাতাকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠান। এই সব হতভাগ্য সন্তান নিজেদের বর্তমান নিয়ে এমনভাবে মগ্ন থাকেন যে, নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবার সময় তাদের হয় না।

এবার দেখা যাক রাষ্ট্র প্রবীণদের নিয়ে কী ভাবছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবীণদের 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হলেও বাংলাদেশের প্রবীণরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের সর্বনিম্ন প্রাপ্যটুকুও পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রবীণদের জন্য সকল ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা থাকলেও আমাদের দেশে তার ছিটেফোঁটাও নেই। প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা এ দেশের সরকারি বা বেসরকারি কোন হাসপাতালে নেই। শুধু তাই নয়, বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসাও এদেশে অবহেলিত। অথচ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস বা এ জাতীয় কোন দিবস এলে আমরা বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠি, অনেক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, কিন্তু এর প্রায় বেশিরভাগই আলোর মুখ দেখে না।

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বয়স্ক রোগীদের চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে পৃথক কর্নার খুলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের একটি বেসরকারি হাসপাতাল অনতিবিলম্বে প্রবীণদের জন্য একটি আলাদা কর্নার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এদিকে গত ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের একটি অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আফম রুহুল হক জানিয়েছেন বৃদ্ধদের চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে কী না তা যাচাই করে দেখবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তার এ ঘোষণা অনুযায়ী যত দ্রুত যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হবে দেশের বৃদ্ধদের জন্য ততই মঙ্গল হবে। আশা করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়ে বৃদ্ধদের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করবেন।

আসুন আজ থেকে আমরা বৃদ্ধদের বিষয়ে সহমর্মী হই। বৃদ্ধ বাবা-মা, আত্মীয় ও সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করি। বৃদ্ধ বাবা-মার সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখি। সমাজের বৃদ্ধ মানুষদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেই। তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করি। তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার উদ্যোগ নেই। নতুবা ভবিষ্যতে মানবিক সংকট তৈরি হতে পারে, যে সংকট একদিন আজকের তরুণ ও যুবকদের আক্রান্ত করবে।

● লেখক : প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি